যুগান্তর

তারিখ 17 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬
26 শিক্ষা

নুরুল ইসলাম বিএসসি

প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য

আমি এক ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমরা কলেজে একজন ইংরেজি শিক্ষকের প্রয়োজনে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিই। ইন্টারভিউর দিন একজন প্রার্থী যিনি একটি কেজি স্কুলের অধ্যক্ষ হাজির হয়েছেন। তিনি দরখাস্তে লিখেছেন I am Serving Principal of অমুক কলেজ। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি তো অধ্যক্ষ Principal-কে সার্ভিস দিচ্ছেন কেন? ঠিক আছে, আমার বাবার একটি কুকুর ছিল ইংরেজি করুন। উত্তরে ওই অধ্যক্ষ বললেন, My father was a dog— তাহলে দেখুন বিষয়টা। এই অধ্যক্ষই কেজি স্কুলে ইংরেজি পড়ান। ইংরেজরা আমাদের ওপর জুলুম করেছিল ২০০ বছর। এখন ইংরেজ নেই, আছে তাদের ভাষা। আমরা হয়তো ভাষার ওপর অত্যাচার করছি।

বিদেশেও কেজি স্কুল ও নার্সারি স্কুল আছে। নার্সারি স্কুলগুলো মূলত প্রি-কেজি। এখানে কোন আনুষ্ঠানিক বইপত্র নেই। বিভিন্ন জীবজন্তুর ডামি, গাছ-পালার মডেল রাখা হয়। বিভিন্ন রকমের খেলনাসামগ্রী নিয়ে শিশুরা খেলে। খেলার ফাঁকে ফাঁকে জীবজন্তু, গাছ-পালার নাম শেখানো হয়। উল্লেখ্য, এখানে যারা শিক্ষকতা করেন তাদের সবারই প্রাথমিক চিকিৎসাজ্ঞান থাকে। আমাদের দেশে নার্সারি স্কুলগুলোতে একই ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলছি না, অন্ততপক্ষে শিক্ষকরা যেন উদার হন, উন্নত মানের অধিকারী হন, জ্ঞানে পরিপূর্ণ হন, সে কথার ওপর জোর দিতে চাই। প্রাথমিক জীবনে ফাউন্ডেশন গড়তে পারলে পরবর্তী সময়ে এর সুফল পাওয়া যাবে। নার্সারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার আগে সরকার থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। সরকার লাইসেন্স দেয়ার সময় শিক্ষকদের যোগ্যতা, শারীরিক গঠন, কোন অঙ্গহানি আছে কিনা, বীভৎস চেহারার কিনা পরীক্ষা করে। কানা, বীভৎস চেহারার শিক্ষক শিশুর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে ভেবে এ ধরনের কোন শিক্ষক থাকলে লাইসেন্সই দেয় না। কেজি স্কুলগুলোতে আরও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। খেলার মাঠ, আশপাশে পুকুর-খন্দক আছে কিনা পরখ করে দেখা হয়। আমাদের দেশে ওগুলো দেখার কথা বলি না। অন্তত শিক্ষকদের যোগ্যতা আছে কিনা বিচার করা একান্ত কাম্য।

আবার ফেরত আসি আমাদের দেশীয় কথায়। প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এত কম যে, জনসংখ্যার সঙ্গে মিল রেখে কোন সরকারই প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়নি। যেখানে ২০টি প্রাইমারি স্কুলের প্রয়োজন সেরকম গ্রামে বা শহরে ওয়ার্ডে একটিমাত্র সেই কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাই জানেন। ছাত্রছাত্রীদের এতই চাপ যে, সেখানে বসার কথা বাদই দিলাম, দাঁড়িয়ে থেকেও শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। এই সুযোগটা নিয়েছে কেজি স্কুলগুলো। কেজি স্কুলের বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ বা বিক্ষোভ নয়, এগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রাইমারি এডুকেশন বোর্ড। ওই প্রাইমারি এডুকেশন বোর্ড থেকে নিয়মনীতি মেনে যদি কেজি স্কুলগুলোতে পড়ানো হয়, প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা সমতা আসবে। প্রাইমারিতে যে সিলেবাস অনুসরণ করা হচ্ছে, কেজি স্কুলগুলোতে একই সিলেবাস অনুসরণ করলে, শিক্ষা বৈষম্য দূর হবে।

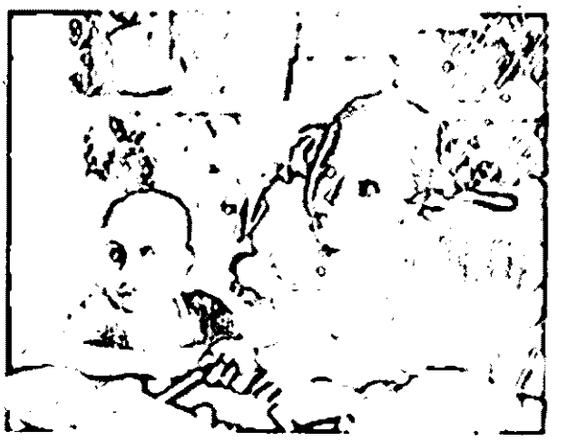

নুরুল ইসলাম বিএসসি : *শিল্পপতি ও কলাম লেখক*

শিক্ষা

ছোট-বড় শহরে বছরের শুরুতে ব্যানার-পোস্টারে ভরে গেছে। যেদিকে চোখ যায় শুধু স্কুল আর কলেজের প্রচার। ১ম শ্রেণী থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন। ছোট-মাঝারি সাইজের ঘর ভাড়া করে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটু গভীরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব স্কুলে মাসিক বেতন কমপক্ষে একশ' এবং সর্বোচ্চ হাজার টাকা পর্যন্ত। স্কুলগুলো কারা করছে মনে প্রশ্ন জাগলেও সর্বাগ্রে জানতে ইচ্ছা করে, কোন নীতির ভিত্তিতে এ স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে এবং বোর্ডগুলোও এদের স্বীকৃতি দিচ্ছে কোন নীতির ভিত্তিতে?

শহর এলাকায় একটি হাইস্কুল করার জন্য কমপক্ষে চল্লিশ শতক ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে শত শতক জায়গার বাধ্যবাধকতা আছে। শুনেছি, এই বাধ্যবাধকতাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামগঞ্জে সস্তা জায়গা কিনে স্কুল দেখানো হয় এবং ওই গ্রামের স্কুলের নামে শহরে ক্যাম্পাস খুলে, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দিব্যি ব্যবসা পাতিয়ে বসে আছেন একশ্রেণীর শিক্ষাবিদ। ঘটনার এখানেই শেষ নয়, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস খুলে, অধ্যক্ষ উপাধি নিয়ে জীবন থেকে পলাতক মেট্রিক বা ডিগ্রি পাস কিছু ব্যবসায়ী জেঁকে বসেছে। এরা কি পড়ান, কোন সিলেবাস ফলো করেন, খতিয়ে দেখার কোন সুযোগ নেই। কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কোন নিয়মনীতি আছে কিনা বা থাকলে কেউ ফলো করে কিনা কারও জানা নেই। নিয়মিত স্কুল-কলেজ খোলার জন্য বোর্ডের অনুমতি লাগে। বোর্ড প্রায় সময় তদারক করে। কেজি স্কুলগুলোকে তদারক বা নিয়ন্ত্রণ করে এমন কথা আগে কখনও শুনিনি। ফলে শিক্ষা এখন বিরাট ব্যবসায় পরিণত হয়েছে এবং যার যেখানে খুশি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার মানকে পেছনে টেনে ধরেছে।

কোন কোন স্কুলে ক্লাস শুরুর আগে অ্যাসেম্বলি করার জায়গা নেই। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে অ্যাসেম্বলিও হয় না, জাতীয় সঙ্গীত তো দূরের কথা। এমনও প্রতিষ্ঠান আছে অ্যাসেম্বলি হলে জাতীয় সঙ্গীত হয় না। এ নিয়ে অনেকবার পত্র-পত্রিকায় ...য় প্রকাশিত হয়েছে।

ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পর্যাপ্ত প্রাইমারি স্কুলের অভাব, ...ন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সরকারের অনাগ্রহ প্রকারান্তরে এদের ...যোগ করে দিচ্ছে এবং চটকদার বিজ্ঞাপনে পিতা-মাতারা বিভ্রান্ত হয়ে এদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। প্রাইমারি স্কুলের চেয়ে কেজি স্কুলগুলো পিতা-মাতার কাছে আকর্ষণ বেশি। ব্যতিক্রমী ড্রেস, টুপি ও স্মার্টনেস দেখে পিতা-মাতা ভাবেন, এখানেই তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়া সহজ হবে। প্রকৃতপক্ষে ওই ড্রেসই সার। লেখাপড়া বলতে বেশিরভাগ স্কুলে কিছুই হয় না।